Aajkal 17.12.09

১৪-র তাপস যেন বুড়ো 'অরো'

হেমন্ত জানা

বয়স মোটে ১৪। দেখলে মনে হয় এর পাঁচ গুণ বেশি। দাঁত গজিয়ে ছিল ১০টা, এখন এসে ঠেকেছে ৪টেতে। মাথায় খোবলা-খোবলা চুল। বেশি হাঁটলে হাঁপিয়ে যায়। স্মৃতিশক্তি কমে আসছে, একটা কিছু আনতে বললে কিছুটা গিয়েই ভুলে যায়। সর্দি-কাশি লেগেই আছে। হ্যাঁ, হাওড়ার পাচলা জুজারসাহার কিশোর তাপস পাঁজার অবস্থা এমনই। অকালেই যেন বার্ধক্য এসে তার কৈশোর-যৌবনকে লুট করেছে।

তাপস পাঁজা

বাবা বাসুদেব পাঁজা দিনমজুর। মা সংসারের কাজ সামলে জরির কাজ করেন। মাটির বাড়ি। টালির ছাউনি। অভাব-অনটন নিত্য সঙ্গী। তাই ছেলের এমন জটিল রোগের চিকিৎসা করে উঠতে পারেননি। আসলে ছেলের যে কী রোগ, সেটাই কেউ জানেন না। শুধু জানেন, ছেলে প্রতিবন্ধী। একটা প্রতিবন্ধী কার্ড হলে ছেলেটার উপকার হয়, দীর্ঘদিন ধরে পাড়ার দাদাদের বলেও লাভ হয়নি। কেউ ছেলেটার একটা প্রতিবন্ধী কার্ড করে দিল না। এটাই আক্ষেপ তাপসের বাবা বাসুদেবের। বাসুদেববাবু ঘরজামাই। আসলে বাড়ি জগৎবল্লভপুরের লস্করপুর অঞ্চলে। বাসুদেববাবুর অপর দুই ছেলে-মেয়ে স্বাভাবিক। ছোট ছেলে একটা দোকানে কাজ করে, মেয়ের হালে বিয়ে হয়েছে। তাপসের মা চন্দ্রা পাঁজা বললেন, জন্মের পর তাপসকে বিদঘুটে দেখতে হয়েছিল। লোকে দেখে হাসাহাসি করত। আমরা অনেক ঠাকুর থানে গেছি, ডাক্তার দেখিয়েছি, কিছুতেই কিছু হয়নি। উল্টে দিন দিন ছেলে বুড়িয়েই গেছে। যে কটা দাঁত বেরিয়েছিল, পড়ে গিয়ে ঠেকেছে ৪টেতে। এই বয়সেই মাথায় টাক। শীতে সর্দি-কাশি লেগেই থাকে। একটু গরমেই হাঁসফাঁস করে। গায়ে ভিজে গামছা জড়িয়ে রাখে। গায়ের চামড়া খুব পাতলা। সামান্য আঘাত লাগলেই রক্ত বেরিয়ে যায়।

ছেলে ভালমন্দ খেতে ভালবাসে। কিন্তু খেলেই বদহজম। ঘন ঘন পেট খারাপ হয়। দাঁত না থাকায় শক্ত জিনিস খেতে পারে না। ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছে তাপস। কিন্তু যেটুকু শিখেছিল, আজ তার কিছুই মনে নেই। হেঁটে একটু কোথাও গেলে হাঁপিয়ে যায়। আর তাপসের কথায়, অসুবিধা বলতে, সব কিছু ভাল করে খেতে পারি না। গরমকালে খুব গরম হয়। হাঁটলে কষ্ট হয় বলে ঘরে মায়ের সঙ্গে বসে জরির কাজ করি। তবে ভাল পারি না। তাপসের রোগ নিয়ে কোনও চিন্তা নেই। সে চায় শুধু একটু ভাল-মন্দ খেতে। ঘরেতে অভাব। মাটির দেওয়ালের ফাটলটা ক্রমে বড় হচ্ছে। যে কোনও মুহূর্তেই ভেঙে পড়তে পারে। তার ওপর ঘরেতে বৃদ্ধ দাদু-দিদিমা। সংসার চালাতে হিমশিম তাপসের বাবা। বাসুদেববাবু ধরেই নিয়েছেন, তাপস আরও পাঁচটা ছেলের মতো কোনওদিন স্বাভাবিক হবে না। তাই ছেলের চিকিৎসার কথাও ভাবছেন না। প্রতিবন্ধীর কার্ড পেলে সেটা দিয়ে তাপসের কী হিল্লে হবে সেটাও জানেন না।